ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৩৩২১

আগরতলা,১৮ অক্টোবর,২০২৫

**প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ**

''চিকিৎসক কর্তৃক দুর্ব্যবহারের শিকার প্রসূতি মহিলা, চাঞ্চল্য,'' এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় গত ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে, সোনামুড়া(মেলাঘর) মহকুমা হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রকাশিত সংবাদে কর্তব্যরত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ দেবারুণ রায় কর্তৃক প্রসূতি মহিলার দুর্ব্যবহারের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। মেলাঘরস্থিত উরমাই এর বাসিন্দা বকুল বিবি নামে এক গর্ভবতী মহিলা সোনামুড়া(মেলাঘর) মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগে গত ১২ অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর আনুমানিক ১টা থেকে ১টা ৩০মিনিট নাগাদ সোনোগ্রাফির রিকুইজিশন ফর্মে স্বাক্ষর নিতে এসেছিলেন। এই ফর্মটি তিনি গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ রজত গোস্বামী এর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই ডাঃ গোস্বামীর অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য রোগীদের মতো বহির্বিভাগে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎই তিনি লাইনে দাঁড়ানো অন্যান্য রোগী এবং রোগীর পরিজনদের সাথে তর্ক শুরু করে দেন। তিনি তখন সবাইকে জানান যে তিনি একজন গুরুতর অসুস্থ রোগী, তাই তাকে বহির্বিভাগের লাইনে না দাঁড় করিয়ে আগে সুযোগ দেওয়া হোক। এরপর তিনি অন্য রোগীদের আঘাত করে এবং লাইনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে জোরপূর্বক চিকিৎসকের কাছে চলে আসেন। উল্লেখ্য, তিনি ততটা গুরুতর অসুস্থ রোগী ছিলেন না। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরী (রিম্পা শীল) নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে থামাতে যান। সেই সময় চিকিৎসক তাঁকে ডাকেন, কিন্তু তিনি চিকিৎসকের সাথেও খুব খারাপভাবে তর্ক করেন এবং অসহযোগিতা করেন। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে জানান যে তিনি যদি সহযোগিতা না করেন তবে স্বাক্ষর দেওয়া হবে না। এরপরেই তিনি টেবিল থেকে আগে নিয়ে আসা সমস্ত ফর্ম নিয়ে ওপিডি ইউনিট থেকে বেরিয়ে যান।

এছাড়াও, প্রকাশিত সংবাদে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সোনামুড়া (মেলাঘর) মহকুমা হাসপাতালে মোট চারটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। এর মধ্যে দু'টি সচল রয়েছে, একটি দুর্ঘটনার কারণে ব্যবহারের অযোগ্য, এবং অপরটি মেরামতের জন্য বর্তমানে ওয়ার্কশপে রয়েছে। এছাড়া ১০২ সার্ভিসের একটি অ্যাম্বুলেন্সও সম্প্রতি দুর্ঘটনার কারণে অনুপলব্ধ রয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন। বর্তমানে এটি বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের অধীনে রয়েছে। এছাড়াও, এই মহকুমা হাসপাতালে দু'জন অ্যাম্বুলেন্স চালক রয়েছেন। একজন নিয়মিত কর্মচারি এবং অন্যজন আরকেএস সংস্থার অধীনে। চালকের ঘাটতির কারণে কখনও কখনও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ব্যাহত হয়। মেলাঘরের বাসিন্দা উক্ত রোগী অনুপম সূত্রধর রাত ১০টা ১০ মিনিট নাগাদ সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আসেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা ছিল অস্থির, গ্যাসজনিত ব্যথা এবং তাঁর উচ্চ রক্তচাপও ছিল। উল্লেখ্য, রোগী প্রায় ৫ মাস আগে ওপেন হার্ট সার্জারি করিয়েছেন। এই সমস্ত গুরুতর শারীরিক জটিলতা সত্ত্বেও কর্তব্যরত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ আকরাম হোসেন সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসা যথাযথভাবে প্রদান করেন এবং রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করেন। কিন্তু রোগী রাত ১১টা ৫ মিনিট নাগাদ মারা যান।

*****